কুষ্টিয়ায় পৃথক দুটি হত্যা মামলায় ৬ জনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ায় হোমিও ডাক্তার সানাউর রহমান হত্যা মামলায় চার জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। একই সাথে তদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষনা করেন। রায় ঘোষনার সময় দন্ডপ্রাপ্ত ৪ আসামী আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাদের পুলিশ পাহারায় জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

দন্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার খাজানগর এলাকার মজিবুর রহমানের লেছে আজিজুর ইসলাম, কুবুরহাট দোস্তপাড়ার সামাদ সর্দারের ছেলে জয়নাল সর্দার, মাদ্রাসা পাড়া এলাকার আজিজুল হক খানের ছেলে সাইফুল ইসলাম খান, দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর এলাকার আব্দুর রহমান ওরফে কালা কাজীর ছেলে সাইজুজ্জিন কাজী।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দি এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন ।

মামলার এজাহার সুত্রে জানাযায়, ২০১৬ সালের ২০ মে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কুষ্টিয়া পৌরসভার মজমপুর এলাকার মৃত বজলুর রহমানের পুত্র হোমিও চিকিৎসক সানাউর রহমান এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুজ্জামান মোটর সাইকেল যোগে সদর উপজেলার বটতৈল এলাকার শিশির মাঠের বাগান বাড়ীতে যাচ্ছিলো।

পথিমধ্যে অজ্ঞাত ব্যাক্তিরা তাদের মোটর সাইকেলের গতি রোধ করে দুই জন কুপিয়ে জখম করে। এতে ঘটনাস্থলেই সানাউর রহমানের মৃত্যু হয় এবং সাইফুজ্জামান গুরুত্ব আহত হন।

এই ঘটনায় সানাউর রহমানের ভাই আনিছুর রহমান বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের আসামী করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলায় দীর্ঘ তদন্ত শেষে দন্ডপ্রাপ্ত ওই চারজনকে অভিযুক্ত করে ২০১৭ সালের ৩০ এপ্রিল আদালতে মামলার চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন

দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কুষ্টিয়ার মডেল থানার এসআই আজিজুর রহমান।

পরে দীর্ঘ তদন্ত শেষে স্বাক্ষ প্রমানের ভিত্তিত্বে অভিযুক্ত ওই চার আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন। এদিকে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ব্যবসায়ী রিয়াজুল ইসলামকে হত্যা দায়ে চাচা ওয়াসিম আলী ও ভাতিজা সিফাত বিশ্বাসকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া বিশেষ জজ (জেলা ও দায়রা জজ) আদালতের বিচারক মো. আশরাফুল ইসলাম এ রায় দেন। একই সাথে তাদেরকে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদ- দিয়েছে আদালত। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অনুপ কুমার নন্দী।

মেহেরপুরে তিন ভাই হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামির আত্মসর্ম্পণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি ধলা গ্রামের তিন ভাই হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আছির উদ্দীন
(৪২) আদালতে আত্মসমর্পন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ আগষ্ট) দুপুরে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাসের আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে, বিজ্ঞ বিচারক তাকে জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আছির উদ্দীন গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মৃতু হোচেন আলীর ছেলে।

চাঞ্চল্যকর তিন ভাই হত্যা মামলাটি ২০১৬ সালের ১৯ মে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কেএম মুসা এক জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন।

এই মামলার ১ নং এজাহার নামীয় আসামি দুখু বাহিনীর প্রধান দুখুকে মৃত্যুদন্ড, আছির উদ্দীন ও তোজাম্মেল হককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন। এছাড়া আছির উদ্দীন ও তোজাম্মেল হককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। রায় ঘোষণার সময় তিনজনই পলাতক ছিল। পরে আছির উদ্দীন গোপনে মালেশিয়া পালিয়ে যান।

উল্লেখ্য, চাঁদার দাবী করে না পেয়ে ২০০৮ সালের ৩১ আগষ্ট রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মোসলেম আলীর ছেলে কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালিন সদস্য (মেম্বর) ইন্দাদুল হক, বড় ভাই জাহিদুল ইসলাম রুহুল আমিন ওরফে উলামিনকে মধ্যরাতে ঘর থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে এনে উঠানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে চলে যায়। বাহিনী প্রধান দুখুর নেতৃত্বে প্রায় ৩০/৪০ জন দূর্বত্ত এই নৃশংস হত্যাকান্ডে অংশ নেয় বলে এলাকাবাসি জানান।

এঘটনার পরদিন নিহত জাহিদুল ইসলামের স্ত্রী রেনুকা খাতুন বাদি হয়ে দুখু বাহিনী প্রধান মিনহাজ উদ্দিন দুখু, তোজাম্মেল, আছিম উদ্দিন, আব্দুল মালেক নাহারুল ইসলাম, আজিজুল হক, সাবদার আলী, কাবুল ইসলামসহ ৩২ জনকে এজাহার নামীয় আসামি ও ১০/১২ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

গাংনী থানার মামলা নং ১, তারিখ ০১/০৯/২০০৮। জিআর মামলা নং ৩৬২/২০০৮, সেশন মামলা নং ৭৮/২০১০, ধারা ৩০২/৩৪ পেনাল কোড।

গাংনী থানার এস আই মোরাদ আলী ও শফিকুল ইসলাম মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
মামলায় ৪০ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন